The Bangladesh Times

তারিখ 8/7/79

পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

042

স্বরূপকাঠি প্রাইমারী স্কুলের প্রতি অবহেলা

স্বরূপকাঠি থানা সদরে অবস্থিত সরকারী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ শত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলটি মেরামতের জন্য মাত্র এক হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। উহা মুক্তিযুদ্ধ প্রাকালে ক্ষতিগ্রস্ত দরজা, জানালা সারিতেই নিঃশেষ হয়। ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রচেষ্টায় স্থানীয় বিদ্যানুরাগী জনগণের সাহায্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০টি বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অথচ কমছে কম বেঞ্চ প্রয়োজন একশতটি। বেঞ্চের অভাবে ছেলে-মেয়েদের হোগলা পাতায় বসিতে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে স্কুলগৃহে কোন প্রকারে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সংকুলান হয়। বাকী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বরূপকাঠি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত গোলপাতার ঘরে বসান হইতেছিল। কিন্তু বর্ষা আসায় উহা আর সম্ভব হইতেছে না। প্রায় দুই বছর আগে উক্ত স্কুলটির প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য পনর হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু "তেল-পানি" খরচের অভাবে উহা অদ্যাবধি অত্র স্কুলের ভাগ্যে জোটে নাই। অথচ যেসব স্কুলে মাত্র একশত-দেড়শত ছাত্র ছাত্রী তাহারা "তেল-পানি" খরচ করিয়া বরাদ্দ টাকা তুলিয়া নিয়াছে। স্বরূপকাঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি শুধু ছাত্র-ছাত্রীতেই বড় নহে, বরং পরীক্ষার ফলাফলেও জেলার শীর্ষস্থানীয়। বিগত শিক্ষা বছরেও একটি আবাসিকসহ পাঁচটি বৃত্তি ছাত্র ছাত্রীরা লাভ করিয়াছে। আসল কথা হইল, অন্ততঃ পঞ্চাশটি বেঞ্চ, প্রয়োজনীয় আসবাব ও গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ করা না হইলে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি ঘোষণা ছাড়া কোন উপায় থাকিবে না। অতএব আশা করি, প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

—ডাঃ এম, এ, খালেক, চেয়ারম্যান, স্বরূপকাঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, বরিশাল।